অগ্নি রায়-এর দুটি কবিতা

দৃশ্যকামকথা

কাঁচের শরীর থেকে কখনও
আলাদা করে দেখিনি তোমাকে
ভঙ্গুর-মুহূর্তের জন্যও ভাবিনি যে
রাস্তায় চাপা পড়া অন্ধকার জলছবির
ছাপ হাতে তুলে নিলে হত।
আপাতত, আড়াই প্যাঁচ মারার আগে
একটু দূরে জিরিয়ে নিচ্ছে ঘাতক রোদ,
স্টেশন পেরিয়ে গ্যাছে
ট্রেনের একাকীত্ব এখন দ্রুতিময়,
অল্প তেল লেগে আছে প্রতিষ্ঠানের বাসনে--
এসব অগুন্তি ফাঁদে
তেমন জলচ্ছ্বাস নেই,
বরং পাখীর ডিমের কাছে এসে
নতজানু হয় বেলা
উজ্জ্বল গর্বিত ধাতু
রোলারের ওপর বসে মসৃণতার বাপান্ত করে,
যেন আমাদের সাবেকি প্রবীণ পিচে

নতুন বলের রতি লেগে আছে !
চিনে বাদামের যোগ্যতা বুকে নিয়ে
খুলে যায় বাদামি দুপুর
অস্থির কেশর থেকে যেভাবে সোনালী ঋণ,
বুটের শব্দে ভারী হয়ে আসে পাড়া,
একে একে সবার রেডিও বাজেয়াপ্ত হয়।
এই সব দৃশ্যাকামকথা থেকে
ফিরে আসে ন্যাড়া মাথা ----
শরীরের কাঁচের কাছাকাছি

মরুপ্রাসাদ ও তার নিরানন্দ উটবাহিনী

<u>এক</u>

জলভরা বাতাস কাছে এলেই মরুপ্রাসাদ কনকন করে বেজে ওঠে। সঙ্গে সূর্যের দিকে মুখ তুলে অযুত উটের আর্তনাদ। এই সব পাথর-প্রাসাদগুলি প্রমাদ আর ইতিহাসের খলবল শুধু। যার অবোধ মৃত্যু পর্যন্ত সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাওয়া। সিঁড়ির দু'পাশে সম্মোহক জাল বিছিয়ে রেখেছে বয়সরেখা। কেন আলো হয়ে বসে আছো স্থবিরতা ?

দুই

বহু বোতল আরকের পর সামান্য উচ্চতা থেকে মরু পাখিটি নেমে এসে পানপাত্রের পাশে বসে। রাতের শৈত্য তার ঠোঁটের উপকূলকে কাঁটা করে রাখে। আদিসঙ্গীতে ঝড়ে বিবমিষা। তুমিও নেমে এসে বসলে পারতে ওই প্রেতিনী ঠোঁটে চোখ রেখে

তিন

আবাল্য চর্চিত বটুয়াবিহারী আমার, তুমি তো ভেসে যাও পকেটমারের নন্দিত করতলে ! রুমাল থেকে স্মৃতি আর লম্বা রুটের টায়ার থেকে ধুলো ছড়িয়ে পড়ে। তাকে কুড়িয়ে নিতে একাকার হয়ে যায় নীতিবোধ আর অপরাধ। বিপদের টানে পর্যটকদের ভিড় তাও বাড়ে। মৌলিক হাতসাফাই-এর ব্লেড কেটে কেটে বসে যায় ভিড়ের ভিতর.....

চার

খবরের দাগ ক্রমশ সুযোগসন্ধানী পোকাদের মত ঢেকে দিচ্ছে আকাশ। ভিতর বাইরে

তোলপাড় করে সন্ত্রাস চলছে আর সবাই জটিল রেখাসমূহ মুঠিতে লুকিয়ে নিয়ে একটি স্লিপিং পিল এর সন্ধান করছে। কারুরই কিছু যেন মনে পড়েনা। মরুপ্রান্তের জলরেখার কাছে পৌঁছতে এভাবেই দেরী হয়ে যায়...

দিলীপ ফৌজদার-এর দুটি কবিতা

রেপ ১

নেই নেই এর সংসারে যে বনও নেই বলছে
ঠিক বলছে - উপগ্রহে বাঁধা ক্যামেরাও তো তাই বলছে
কেউ আবার বলছে ওটাও মিথ্যে কথা বলে
ওতে কখনো কখনো আছেটাও নেই হয়ে যায় আর
নেইটাও কখনো আছে হয়ে থেকে যায়
কিন্তু নেই টা কখনোই আছে হয় না তাই তো জানি
তাহলে নেই যে সেটাই তো ঠিক, আর আছে যদি তাই বা কোথায় আছে!
ট্রেন এ চড়া দ্রুত মানুষেরাও দেখে বন আছে
আর সেই সব গ্রামেরা যারা টাক পড়া বনে আবার ঘাস গজাতে দেখে তারাও
তখন শান শৌকতের স্বপ্ন দেখে
ঘাসবনে স্বপ্নের বন সৃজন হয় তার সংবাদ তখন চ্যানেলে চ্যানেলে
কিছু টাকা এহাত ওহাত হয়! আঃ! ওসব তো হয়েই থাকে!

তখন উপগ্রহের ক্যামেরা আর একটু জোর গলায় বলে বন থাকার কথা
আছেটা যতটা বা যতটুকু তা সরকারী ফাইলের বন থেকে
অনেকখানি খাটো হয়েই থেকে যায় অনেক অনেকদিন
তখন কথা ওঠে বন আছে বটে, তবে বাঘ নেই
বা বন যদি আছে তবে বাঘ নেই কেন ? সরকারী ফাইল
যা কাল পর্য্যন্ত বলছিল বাঘ তো আছেই আজ হঠাত
ধুয়োধারী ল্যাজনাড়া বিশিষ্ট প্রবল বাঘ নিজেই হুঙ্কার তোলে
'বাঘ নেই' 'বাঘ নেই'
নেই তো তাতেই বা কি!
ছোট্ট font এ সে কোথাও লিখে রেখে দ্যায়
'গত কাল মধ্য রাতে মিনিস্টার বদলে গেছে'
এই সব কাগুজে হুঙ্কারের ভেতরেই বন থাকে বৃন্দাবন
পরিত্যক্ত অবহেলার
উপবনে বা বনে কিম্বা মোরামে- চাতালে বা শিঁয়াকুল ঝোপ
এবং কাশের বনে এরা কোন জায়গাতেই কোন পক্ষপাত দ্যাখায় না
আহা দেশে সর্বত্রই এমন দারিদ্র্য আহা এই দেশে এই গরীবেরা বড় অসহায়

বাঘ আসে কভু ছাতে কভু বা মিনারে, ঘরে
কখনো কখনো আসে বোকাবাকসো ধরে ধরে

ফেসিয়্যাল এক্টিভিস্টদের চকচকে কার্তুজ খোলে আঙুল নির্ভর
এরা অসহায় এরা সহানুভূতির জন্য বড়ই কাঙাল

রেপ - ২

স্রোতের প্রসন্ন মুখ
নিষ্পাপ পাপড়ি কোন বিষ নেই
না হিংসা না পাপমনা কূট ছাপ
সে মুখ চাইলে তার কাছে যেতে হয়
সে স্রোতের কৃপা চাইতে হয়

কেউ বসে বানায় নি মাটির পৃথিবী ওটা আপনা আপনি
কোথা উঁচু উঠতে হয় কোথা নেমে যেতে হয়

নিচু খাতে জল আসে স্রোত আসে আপনা আপনি

তার তীরে শস্য খেত নগর বসতি
তার শতনাম
তার নামে নামে দানের প্রশস্তি
শিলা ও সিঁদুরে লেখা আস্থার, পূজার, জেদী জটিল শেকড়
চোখের চাওয়ায় আসে সে স্রোতের নাম পাথরের গায়ে লেখা
সে মুখ ঘুরিয়ে দিলে, সে মুখ ঘুরিয়ে নিলে শুকোবেই

নদীরা শুকোচ্ছে যাপনের থেকে মুছে গেছে বন্যার দুর্ধর্ষ প্রবাহ
নীলকণ্ঠ সমুদ্র সেও সহ্য করছে না এত মল
হলাহল। সব কিছু নিয়ে সুয়োরানি নদী দুয়োরানি হোল
আস্তাকুঁড় হোল মলনিকাশীর নালা হল নদী
নিরবধি জল তার সমুদ্রে আসার বহু বহু আগে
লুঠ হয়ে গেছে। নদীকে টুকরো টুকরো কেটে কেটে
এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে জল
ফুরোবার আগে তার মাতৃধর্ষণের বিভীষিকা
বাঁধ ভাঙা ধ্বংসে। অবলম্বন বলতে
মাটির অশক্ত ঢিপি ; যে কোন মুহূর্তে ভেসে
যাবে হাওয়া হয়ে যাবে এই ভবিষ্যৎ

প্রণব পাল-এর দুটি কবিতা

সর্বনাম

সর্বনাম খেতে খেতে
একলাপাখির নিরুদ্দেশ বিজ্ঞাপন।
উদম ভোর শোনার চোখ ফোটে
আলোর অধিক।

যৌথ ডাকছে একার ভিতরে।
একটা পৃথিবী ফাটতে ফাটতে আলোর মনসুন,
অর্থহীন বোবামির পরমান্নে
সে নাই বাজা বিশ মিলিয়ান।

ঘুমটুকিদের ডাকা সর্বহারা ফাঁকাভ্রতায়।
ঘরছুট গ্রামাফোন সবুজ পাতায়,
শোয়া জালে উপুর-ঝাঁপ জ্যোৎস্না বাতির গড়াগড়ি।
হিংচে কলমির সবুজলাগা
চোখের বাহির ছেড়ে চিহ্নগড়ের নকল পাতায়
ফাল্গুমির একলা আহ্লাদ।

সর্বনাম খুঁজে আনো তাঁবুশ্রামে।
মূক চোখের টরেটক্কায়

ভয়েস মেসেজ লেখা বন্ধু ও বন্ধুগণ সমেত।
কত ভির দাঁড়িয়ে আছে বেকার ভাতায়।
ক্রিয়া দাও।
আত্মপরিচয়ে হল্লিয়ে উঠুক বোবাদেশ।
তুমি এলেই
সে ও তারাদের আমরা মিলে কলকলিত,
কল্লোলিত তিলোত্তমা সাঁঝে
ভোর আঁকা খাতায় পাতায়।
কবিতার ফোয়ারা খোলার দ্বিতীয় অধ্যায় জুড়ে
সর্বনাম ঝরছে ধুপল রৌদ্রে।

কাহাদের কথা

দ্যাখো, জড়িয়ে যাচ্ছে চেনা ভাষার আদল।
তোমাদের হাতে হাতে জ্বলে ওঠা তারাদের
বিগক্রাঞ্চ নিভছে মাটির
দাওয়ায়

যে সব হাভাতি জামার কলার

উড়ছিল
সেদ্দ ধানের বোঁটায়
আজ তার পচাই গিলছে উপসী মাঠের
আধপোড়া চাঁদ

ছুটন্তকলম আজ সংবিধান ভাঙার
মহড়া নিচ্ছে
ঘুমন্ত মাথার বালিশে।

পাশ ফিরতে ফিরতে
হল্লাবাজ তুমি ছিঁড়ে ফেলছ
কেতাবি গল্পের নক্সা কাঁথা
আর হাই লিখছে হাহাতুর চোখের ইশারা।
ভুল লেখার বাইরে অর্থলোলুপ সেল থেকে
নিরর্থক মুক্তির জন্য আবার তাহাদের
কাহাদের কথা !

স্বপন রায়-এর দুটি কবিতা

রেপ

নাকোলাহলের রাত, রাত পথতোলা অকিঞ্চিৎকর মেয়েদের ব্যবহারজনিত, রাত বাসখোর এক রডের ডগায় মেয়েদের মেয়ে বলে গেঁথে দেওয়া
পরে রাতকলি গাইতে হবে না?
আরো পরে যে হাসতে হাসতে যাবে আর কাঁদতে কাঁদতে ফিরবে না তার বাবার নাম স্বপন
তার সে বাসের দিকে তাকিয়ে থাকে
পরিবহন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে পুলিশ ছুটে যায় তেরি মা কি বাবা স্বপন আর কি করবে কি করবে
তার পৌরুষ নিয়ে..

রেপের পরে
সব পার্টি অফিস, সব খবরের কাগজ, সব টি.ভি চ্যানেল, সব বাজার, সব সরকার
নমিত
কি ভাবে করেছিলো...রড...মোমবাতি...বোতল...আপনি মা, বলুন
মা, নমিত
পুলিশ থাপ্পড় মারে সরকার রেগে যায় কবি কবিতা পড়ে রক্ত বন্ধ হবে

সেলাই পড়বে আর দাগ থাকবে ছোট্ট ভয়ঙ্কর একটা দাগ
নমিত না অর্ধনমিত একটা দেশ শুধু পুরুষ বেঁচে থাকে মেয়েরা বেঁচে যায়..

দেবযানী বসু-র তিনটি কবিতা

চুমুচিহ্ন-৫

পাখিরা বাতাসের বিষণ্নতা মাখে আর ঝড় লুকিয়ে রাখে ডানায়। বিষ ও বিশ্বাস একসঙ্গে জমছে। পাখির নখে শহর ঝিঁকিয়ে উঠছে। ঝুঁটি মাথায় গাছেরা পথ নাটিকা করে বেঁচে থাকার আশায়। ইরেজারে চুমুচিহ্ন মুছে দি আর তরল চৌকোণা মুখ সরে যায়। খেলুড়ে পাখিদের মাংসল ঝুঁটি গন্ধরাজ লেবুর রং রূপ রসে বাহিত সাইত্রাস। আমাদের বীজ থেকে সাইত্রাস তুষ উড়ে যাক। আমাদের নিরাপত্তা সপ্তাহ ভিজে তুষ। ঠোঁটের দূরবাক সংকেত জানে খুবই ঘরোয়া স্বভাবের টেলিফোন। টেলিফোন উজ্জ্বল মল্লিকা।

চুমুচিহ্ন-৬

চোখের কোন দিকে ভ্রূ বসাবো ভাবি। তা প্রায় চল্লিশ বছর। ঝোপঝাড় দুদ্দারিয়ে স্বপ্ন ছুটে গেলে অবাকবোধ দিয়ে সুরঙ্গ খোঁড়া যায়। গন্ধ যা পোকাকে খেয়ে মোটা হচ্ছে। আর কর্কশ কুশের দল সময় অসময় মানেনা। ডেল্টা ও জেলটা পকেট আলাদা করে। শহরের ধুলো উড়িয়ে গ্রামে নিয়ে ফেলো। পাত্রী দেখতে গিয়ে ফুলে ফুলে ফুলজা মাথাটি শুঁকি, কফিধোয়া চুল, স্বরতন্ত্রে স্বৈরতন্ত্র। বাতাস তাস সাজাল আলাপে। চলতে চলতে বাতাস জড়ো করে বিশাল আমি। বেদ ও ব্যাস কতটা প্রসারিত দেখা যাক।

চুমুচিহ্ন-৭

বন্ধের দিন অটোগুলি চতুর্দোলা ও পাল্কির ছেলেবেলা নিয়ে খেলা করে। হাইওয়ের দু ধারে ফিল্মি নঞর্থক প্লেট। হাতুড়ির স্বয়ংক্রিয় ছন্দের মর্ম বুঝে মর্মর মিউজিয়ামের মুখ ঢেকে দি। শুধু রক্ত মাংসের গন্ধে থেকে থেকে তার হাত দুটো নড়ে ওঠে। কৃষ্ণপাথরের পায়ে সুড়সুড়ি লাগে। ত্রিভুজ আলোয় রক্তাক্ত হচ্ছে মোমবাতি। তোমার ছায়া আঙ্গুল আঁকড়ে সিঁড়ির প্রতিটা ধাপ চলতে শুরু করে। পকেট ভর্তি ঝড় বয়ে আনার এই ফল। আগুনপোড়া শব্দ বয়ে আনে জলপ্রপাত অক্ষরঅসুখ।

রবীন্দ্র গুহ-র দুটি কবিতা

নিজের মিথ নিজের তৈরী

মাঝে মাঝে কি যে হয়, শহরের উত্তরে যেতে যেতে দক্ষিণে চলে যাই, দক্ষিণে
বেবাক ধন্দ, দোটানায় শূন্যে ঝুলোন যৌথ জ্যোৎস্না
কিম্ভুত ম্যাজিকনাটক --
আর হ্যাঁ, শুনুন, স্তনের আড়ালে যত্নে লুকোন ছিল মুখ আর নেই
আরোপিত দুঃখ আছে অবশ্যই, যুববয়সের খেলা বহুমাত্রিক, যথা
--বিস্ময় বালিকার সাথে গডজিলা,
সেসব গল্প আপাতত থাক - সমস্তটাই তন্তুজালে পাতাছাপ --
হরিণাক্ষি শূন্যতমার ধাঁধানো আতঙ্ক, এখন

আস্তিনে লুকোন চোখ উভলা অন্ধকার, লং-শট আটকে যায় উড়ালপুলে
স্ববিরোধী এনার্কিস্ট ডেজায়ার, টানটান স্নায়ু --
আলেকজান্ডার হাত নাড়েন : এসো পুবে পাহাড়ী ঢেউয়ের তলায়
স্মরনীয় নেকেড ল্যান্ডস্কেপ ফিটন চেপে চলেছেন নীরদ সি চৌধুরী
উইপিং খণ্ডহর সরাই কালে খান
ঘেরাটোপে "আম ইনসান মর চুকা হ্যায়" -- বরফের চাঙড়ের মত সেই
মৃত্যুর পাহাড় ডিঙিয়ে নাদির শা-র ঘোড়া যমুনা সৈকতে লস্ট ইন দ্য মিস্ট --
'কতলে আম' আনস্পোকেন হত্যারহস্য আজও জানা হলনা
শকুনির তামাম গোপনতা সাজানো মিথ্যা
যুধিষ্ঠিরের পাশাখেলা -- অহং, চিতাভস্ম -- দু-পাশে আগুন দু-পাশে রক্ত --
ছবিচিত্র থেকে গতিচিত্র আত্মউল্লেখ পদ্মনালে ডুবে যায় অর্জুনের হংসরথ
দ্রৌপদী যদিবা একক, এক্কা নয়, বুকজোড়া গোলাকৃতি আগুন
আঁচলে শ্রাবণ জল
মধ্য রাতে রাজপথে সুরে ও সুরায় কত যে ভানভনিতা --
হাত ধরাধরি করে ঘরে ফেরে মদ্যাবিলাসীকবি
জউক ও গালিব
আগুনে হাঁটে, খলঘষা বাতাসে দৌড়ায়, মেয়েমানুষের বিছানা নিয়ে
দরকষাকষি করে
বরখুরদার, অব রুখিয়ে ভি
উত্তরে যেতে যেতে আমি দক্ষিণে চলে যাই -- এ শহর আমার নয়

কবি জউক বা গালিবের নয়, সধূপ সাজানো খাটুলি আসে উড়ে যায়
রাতচক্ষু জেগে থাকে
ফালাফালা করে দেয় বুক।

নিজস্ব চেহারার রহস্য

জীবনকে জানা মানেই জীবনের প্রতি প্রখর আকর্ষণ নয়। মৃত্যুর
সঠিক ট্র্যাজিক স্টাইল জানতে জেমস জয়েস তিন দিন তিন রাত ঘুমোননি
আকুল আকাঙ্খায় যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে কাটিয়েছেন, তিনি বুঝেছিলেন
ঘাম, বীর্য, কামোদ্দীপক লালা মানেই ইউলিসিসের মন ও মানসিকতার
আনাচকানাচের প্যাশন -- চূড়ান্ত লিপ্সা -- ১০৮ ডিগ্রি তাপ। তবু হাসল --
হা হা নিঃশর্ত একাকিত্বের নির্যাস

কুরুক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে দ্বিধাগ্রস্থ অর্জুনও বুঝেছিল আমরা যে-যতই
আজীবনের দিকে উঁকি মারি
সবাই মরণশাসিত নিমিত্ত মাত্র
শরীরটা বাস্তবিক ডার্টি -- রক্ত পলেস্তারা-চটা
সোজা বা বাঁকা যেভাবেই দাঁড়াই তুরীয় রহস্য, মারাত্মক ভ্রম শূন্যতার
তুচ্ছতার খন্ডিতকরণ ছায়াছাপ --
পোষাকের তলায় লুকোন হত্যাকারীর মুখোশ। যৌনাঙ্গ নিয়ে চলচিত্র হবেনা
এমত ধারনা নিতান্তই কেজো। কর্পোরেট হাউস থেকে পার্লামেন্ট হাউস পন্যবাজার।
একখানা হাত গোটা কয়েক আঙুল উস্কে দেয় গোপন কথা, স্থানান্তরের তামাশা,
সারারাত গীতবাদ্যসহ বিস্তর বিলিবন্টন, থুতুমাখা হাতে স্পিরিট অফ দ্য কন্সটিটিউশন--
গণতন্ত্রপ্রেমীরাই গণহত্যাকারী, ব্রহ্মের দাস, মৃতের রক্ত জীবিতেরা খায়-- "অথচ
শহর সুস্থ নেই পৌরপিতা সেকথা জানেন না" -- ছিন্নমুণ্ড রাজার লোগোসেন্ট্রিক
শীত বিছানায় শুয়ে রানীবাজারের ধনী বুলবুল
ভরা বয়সের বুক রোদন ভাসানো,
আপসকামী আমিত্বের ছায়ার ফ্রেমে মুখ, কপাল জুড়ে ঘাম, ব্লগ খুললেই
নিজের প্রতি ঘৃণা, নিজের বিরুদ্ধে বিরোধিতা।

অলোক বিশ্বাস-এর তিনটি কবিতা

অতনুর নামগন্ধ

আপনকথা

অরুণেশ মারা গেলে অরুণেশ বেঁচে ওঠে আবার। আলো জ্বলে ওঠা
অথবা আলো নিভে থাকা, তার সঙ্গে শবযাত্রা বেরনোর সম্পর্ক নাও থাকতে
পারে। শবযাত্রার নিজস্ব দূরবীন ও বাস্তুতন্ত্র আছে। নদীকে জাল দিয়ে ঘিরে
ফেলা হয়েছে বলেই অরুণেশের বিস্তারিত জীবনও সরকার সিজড করে দেবে,
এমন সংজ্ঞা কোর না রাষ্ট্রচেতনার। মাছ সৃষ্টি করছে অরুণেশ লোকায়তের
দূরবর্তী সমুদ্রে। ওহো দেখি, অরুণেশ নক্ষত্রের ভেতর থেকে ছেঁকে তুলে আনছে

জীবনানন্দীয় পি টি আই বা ইউ এন আই। আমরা যে এই ফালতু বয়সে হাডুডু খেলতে পারি আর উত্থিত করে দিতে পারি শুক্রের উৎসব, সে ত অরুণেশের পাগলামিটা আছে বলেই। যে ভাবে মলয় বলে সে ভাবে অরুণেশ বলে না। অরুণেশ অরুণেশের বিক্ষোভে বলে। সব কিছু বাড়ুক, শুধু বয়স যেন না বাড়ে - রসায়ন সম্পর্কিত কবিতায় প্রথমেই এই কথা বলে রাখা ভালো

মুকুল

যাহা লুঙ্গির তাহা প্যান্টেরও কিনা, রামের মতে রহিম চলিবে না। মত যখন মৌত হয়, লুঙ্গি ও প্যান্টের লাবণ্য দেখায় আশ্চর্য পৃথিবী। মৌত বা মৌতাতের সব ঘণ্টি আগে আগে, উৎস হতেও পারে কিছুক্ষণ বিধর্মী মতে। ঘড়ি দেখতে দেখতে দৌড়তে দৌড়তে পোশাকের কর্তৃবাচ্য ওঠানামা করবে। লক্ষ্য কর সমস্ত বিষয়ের ওপরটা আস্তে আস্তে উবে যাবে। মৌতে লেগে থাকবে অ-

লোক অ্যাফেয়ারস। মত বিনা মৌতে ঘটবে পারস্পরিক জায়গান্তর, স্টাইলের ব্যবহারে অবারিত পাঠ। স্রোত লেগে থাকে যে যার স্থানের পূর্ণিমায়

আপনসুর

পেট্রোলিয়াম প্রডাকটসের সঙ্গে আন্তরিক মিল আছে অরুণেশের।
কোন তীর কোথাও অন্ধ নয়, দিনপঞ্জি বেশ ভালোই জ্বলছে। ফনফন ঘুড়ি ওড়াচ্ছে অরুণেশ, যার স্বর্গ মর্ত্য পাতালে কোন ভেদাভেদ নেই, সর্বঘটে নিরো ও নীরার বহ্নিশিখা। মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে যখন অতিষ্ঠ কাকেরা বিপুল হেগে চলে যায়, সচিবেরও মাথা নিচু হয়ে আসে, অ্যাতোটাও কোনদিন হতে পারে ভেবেছিল অরুণেশ। পদার্থবিদ্যার পাশে রক্তকরবী ফুটতে দেখে নদীর দিগন্তে সাঁতরে চলে গেছে। কিন্তু যখন ভরসন্ধ্যায় গৃহবধূকে গণধর্ষণ করা হয়, সমস্ত শিরা উপশিরা উন্মাদ হয়ে ওঠে অরুণেশের। কাঁপতে কাঁপতে ডুবে যাওয়া সূর্যকে পুনরায় ঠেলে তোলে আকাশে। কেঁদে ওঠে অরুণেশ, সমস্ত আলো একত্রে জড়ো করেও

গৃহবধূকে বাঁচানো গেলো না।

প্রাণজি বসাক-এর দুটি কবিতা

পায়ের পাতা ধুয়ে দেবো

মধ্যরাতে ফোন এলে ঘুম ফিরে আসে না
বালিশ-কাঁথা কথা কয়
পাতলা কম্বল ভেংচি কাটে
আলোয় খসে কবিতার কাগজ
সোজা ৭০ পৃষ্ঠায় ট্রেনের জানলায়

ওদেশে গোলমাল চিন্তায় ভাঙ্গে চাঁদ
জানি ভাঙ্গা আয়না জোড়া লাগে না
১৪ তলার বাতাস ডাক পেড়ে জাগায় না
শহরকে এমন কি তোমাকেও

প্ল্যাটফর্মের বাইরে হাঁকডাক
শব্দরা ঢাকা পড়ছে শব্দে
শহরের চেনা পথে ভাঙ্গাগান

জেগে থাকা মধ্যরাতে ফিরে ফিরে আসে

চোখেমুখে অনন্ত প্রশ্ন - কৃ...
ব্যালকনির ফুলচারাদের এ প্রজন্ম সহ্য হয়ে গেছে
লিফটের আয়নায় ভেসে ওঠা মুখগুলো কী
ঝাপসা হয়ে এলো কৃ...

বৃষ্টি পড়লে নেমে এসো
পায়ের নরম পাতলা পাতা ধুয়ে দেবো
শহুরে নোংরায় কলুষিত হবার আগেই

সাবধানে থেকো

বহু পুরনো সুখ নাছোড়বান্দা একঘেয়ে

ঘেমে ওঠে প্রাত্যহিক সকালে
পাখিদের আনাচ কানাচ টিউটিউ সংবাদে
বহুদূর থেকে ওদের ডাকাডাকি
আনকোরা কাগজে চড়ুইভাতি
নেমন্তন্ন ছাড়াই যে আসার সে আসে
যে যাবার সে যায়ও

সকালবেলা তুলে আনে রোদমাখা অসংবাদী জীবন
পানের দোকানের ছায়ায় সারাদিন
ঘোরে ফেরে উদাস শালিক
উড়তে পারলেও উড়ে যায়না কৃ...

দোকানী একটা নাম দিলেও পারত
পান সাজানোর অমায়িক ছন্দে
গান হয়ে ওঠে সমসাময়িক ব্যথা
বুকের ভেতর টিউটিউ মারে

কৃ... চৈত্র শেষে বৈশাখ এলো
কালবৈশাখী এসে আঁচল খসাবে
সাবধানে থেকো ...

শ্রীদর্শিনী চক্রবর্তী-র দুটি কবিতা

যাতায়াত

কথাদের যাওয়া আছে,
আমার ঠোঁটের থেকে তোমার কানের লতি ছুঁয়ে,
মাধ্যম যা কিছু আছে ব্যবহার ব্যবহারে মরে।
স্লোগানের সোঁদা গন্ধ কাঁচের শোরুমগুলো
বাঁচিয়ে হেঁটেছে আর মাঝরাত্রে বেজেছে কোহেন।
হাজার সন্ধেবাতি গ'লে নামে পথে আর
ধর্মঘটের সব পোস্টারে ফিকে আলো পড়ে,

যা কিছু হল না তাতে যায় আসে কার কি বা
তুমি শুধু ফোন খুলে রেখো।
কথাদের যাওয়া আছে,
আমার ঠোঁটের থেকে তোমার কানের লতি ছুঁয়ে।

নবান্নের এপিসোডগুলি ১

মল্লারের সময় নয়, গুঁড়িগুঁড়ি শূন্যতা নামে,
আগামী জলের কথা গোপনে কুঁয়োর মনে থামে।
এবার নবান্নে আমি বিজ্ঞাপন এড়িয়ে রয়েছি।

আগত রাত্রির পাশে জেগে থাকা পুরাতন পাড়া,
জানলা বিপ্লবের ফাঁকে ঢুকে আসে কলেজের পড়া।
ঘরের কোণায় রাখা টিভি, সি.ভি., কাপড়ের ঢিবি,
বিভক্ত রূপের মতো নিয়মিত সাদা ও সবুজে

ভেঙ্গে যাওয়া বাহারি পাতারা --
যে আয়ু রয়েছে বাকি তার প্রয়োজন লিখে রাখে।
পরবের ঘ্রাণগুলি পৌষের রাত্রি থেকে
এপিসোডে ভাগ হতে থাকে।

সৌমেন বসু-র তিনটি কবিতা

দ্বিতীয় পূর্ণিমা

নগরে ক্ষতিগ্রস্ত চাঁদের মেরামতিতে লেগে আছি
দূরের থেকে মানুষকে দেখি
পোয়াতি সাপের মতো লাগে
বিকেলের অলস অবতল ফ্লাইওভারে শুয়ে আছে যেন

অপহৃত দিনের পর মেট্রোর টুং টাং ঠান্ডা ভিড় ;
মহিলাদের ছিনালিতে সূর্যাস্তের ব্যাকুল মেহেদি
উস্কে দিচ্ছে উন্মাদের অরূপ সিস্টেমের দিকে
যাবতীয় মেধার ঘোরে বরেশাপ অপচেষ্টা ভারীপাছা পরিত্রাতা

অপ্রেমের একাচোরা বছরগুলো
বাবাকে অবসৃত কর্নেলের মোমেন্টো
বুড়ো রেফ্রিজারেটরের গোঁ গোঁ
পাথরের উপশিরাতে ল্যান্ডরোভারের ছুটে যাওয়া
শব্দ ও অক্ষরলোভী সংগ্রাহক বিগত তক্ষকের রোদে

কাচের জানলার বাইরের পৃথিবীটা বোধহয় ভালো
তেলমাখা কালো মানুষের স্নানজল ঝরে
মিড-ডে -মিলের উনুনের ধোঁয়ায় ওদের বাচ্চার খিদে
চা বাগানের প্রলেতারিয়েতের মণিকর্ণিকার ভিতরে

বাড়ির চালে তুলে দিতে চেয়ে রুগ্ন মাধবীকে
সপ্রতিভ আহাম্মকের বেদনার্ত গ্লাস ভেঙে যায়
সুর লাগে ডাস্টবিনে নিহত ভ্রূণগুচ্ছের কান্নায়,
অসুখ ! সেতো নিরাময়ের চেয়ে বেশি ভালো
বেশ রাতে ভাঙা কাচের টুকরো কুড়িয়ে নিতে নিতে

বলে গেল নগরের শেষ ক্ষতিগ্রস্ত চাঁদ

বয়সরেখা

অনেক শ্রাবণের ওপারে
বুড়োবাঘ মাদুরে বসে থাকে
মেঘের থেকে মেঘ ছাড়িয়ে
মেঘের থেকে অপার মেঘ ছাড়িয়ে
হারিয়েছিলো নিয়ন্ত্রণ, পেচ্ছাবের বেগের

সামনে অপেক্ষার অজগর সময়, মেটে হলুদ রঙের

ভূতুড়ে বাতাসে কেঁপে গেলে বনবাংলোর জ্বলন্ত লণ্ঠন
পুরনো বইয়ের তাকে দ্রুত হাত বাড়াতে গিয়েছিলো,
কালো বিকেল ভেঙে পড়েছিলো আপেল বাগানে

বছর বছর ভরে মানুষ ইতিহাস-ভূগোল খায়
আমেরিকাবিলাসী মেয়েদের পাছায় হাত বুলায়
কোন উদ্ধারকাজে লাগবে বলো পরাক্রমী মেধা
প্রোফাইল যখন ফেসবুকের জ্যোৎস্নায় বিরহী জেব্রার মতো

হেমন্তের সকালে বুড়োবাঘের মনখারাপ হলো,
আগের মতোই ওলটপালট স্মৃতির বাসন মাজতে গিয়ে
যেন কবেকার প্রেমিকার বিয়ে হয়ে গেলে বুঝি
ঘুম ভেঙে সটান দাঁড়াতে পারতোনা আয়নাতে
তবু আজ জানলা দিয়ে ঢুকে এলো রান্নাঘর,
আন্তরিক ডিমের ঝোল;
বুড়োবাঘ মুখে মৌরী নিয়ে শুলো
মেঘের থেকে মেঘ ছাড়িয়ে
মেঘের থেকে অপার মেঘ ছাড়িয়ে

আমার ও ওদের লেখা

এই পৃষ্ঠার আগের ও পরের লেখাগুলো আমার বলে ধরে নিতে হবে।
তাদের অক্ষর ও যুক্তাক্ষরের স্নায়ুজগতে ঘুণপোকার বাসর কাটে।
নির্বিষ সাপের ভীরু যাতায়াতে পংক্তির ওপারে পৌঁছে দেখি,
ছমছমে চ্ছেদ-শূন্যতা, খাড়া পাহাড়ের মতো।

খনি থেকে অন্ধকার, ফুসফুস থেকে সংক্রমণ পাচার করি ওদের জীবনে।
পুলিশের লাঠির অর্ধাংশ পেছনে নিয়ে বিল মিটিয়ে দিয়েছিলাম শুঁড়িখানার।
ইন্দ্রজালে সবুজ শব্দ সব ভাসে বাংলার আকাশে। পেছনে পড়ে থাকে
রাত্রিকালীন অব্যাবস্থা, নরকে রুগ্ন গোলাপ চারা।

প্রোটন প্রোটন কফিটেবিলে দুপুর ঘুমিয়ে পড়লো। কিছু লেখা ভিজে গেলো,
কিছু শুষে নিলো জলীয় তাণ্ডব। কিছু না হয়ে ওঠা লাইনগুলোর হেপাজত

আমাকেই দিও, অ্যাকাডেমিয়া। আর এই লেখাটিকেও ওদের বলে ধরে নিতে হবে।

সার্থক রায়চৌধুরী-র তিনটি কবিতা

লক্ষ্য

না, .. এ্যামনকি তৃষ্ণার্তকে-ও এগিয়ে গিয়ে
জল দিতে যেয়োনা কখনো, ... সে তোমাকে
বিষ দিচ্ছ বলে সন্দেহ করতে পারে !..

না,... কোনো আক্রান্তকেও নয়,... সে
আরো এক আক্রমণকারী হিসেবে তোমাকে
চিহ্নিত করতে পারে ...

তুমি, ... অপেক্ষা করো, ... সাহায্যের, ... আর
প্রার্থনা করো সাহায্য যেন কোনও-দিন-ও
এসে না পৌঁছয় ....

জিন্দাবাদ

উত্তেজনা সাময়িক।...
-- অভিজ্ঞতা তাই তো বলছে ...
তবু, ... এবার বেরিয়ে পড়াই ভালো,
চোখ বন্ধ করে বেছে নিতে হবে কোথায় যাচ্ছি
কানে তুলো গুঁজে পেরোতে হবে সমস্ত বিবরণ...

চিঠি আর নাই-বা লিখলাম, ...

নাই-বা জানলেন আমি সত্যি-ই কি দেখেছিলাম

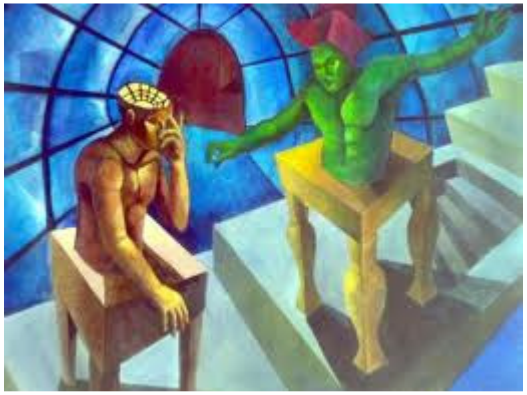

দুধ

দুধ পোড়ার গন্ধে চমকে উঠে মনে হয়
-- কে কাকে পুড়িয়ে মারছে !...

এ্যাতো ফ্যানা,... উপচে, উঠলে ওঠা হাসি,...
কার পুড়ে যাওয়া ?.. গলে, ফুলে, দগদগে
বিশ্রী ক্ষতের মতো,... একটা তীব্র গন্ধ
ছড়িয়ে পড়ছে ধীরে ধীরে

পায়েলী ধর-এর তিনটি কবিতা

রাত্রিকালীন প্রেম

খোলস খসে বেড়িয়ে আসছে প্রেম
চিরকুটে রোজ স্বপ্ন বিনিময়,
নিয়ন পথে চোখ খুঁজছে মুখ-
বোবা ঘর তবু অদ্ভুত বাঙময়
কাঁচ জানলায় শিশির ধোঁয়া রাত
কুকুর মনে হামলে পড়ে পাপ,

কুন্তী গর্ভে কর্ণ ঢুকে যায়-
সোহাগ, নাকি শুধুই অভিশাপ?
এলিয়ে পড়া রাত ছুটবে ভোরে
বোতাম খোলা শরীর স্বপ্ন দেখে,
কিউব জীবনে একটু তাড়াহুড়ো-
প্রেম তোলা থাক রাত্রি তোমার চোখে।

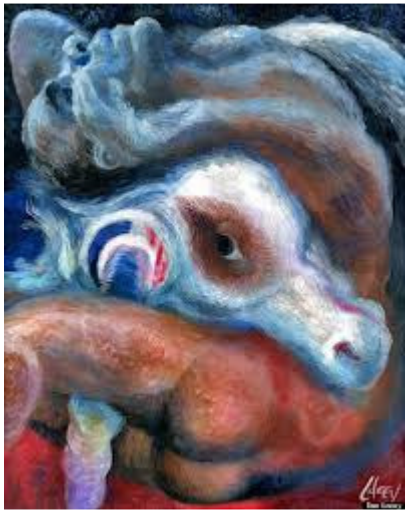

নোটিস

এতদ্বারা আগামীর যীশুকে জানান হচ্ছে যে, তোমার জন্মের আগেই ক্রুশ তৈরি তোমার জন্য। যে তিনজন মেজাই আগের জন্মে তোমায় উপহার দিয়েছিল, তারা এবারও থাকছে তোমার অভ্যর্থনায়। ওদের পরিবর্তিত হিংস্র লোলুপতা দেখে ভয় পেওনা। ওটা পোস্টমডার্ন টাচ। সেবার ওদের হাতে কি ছিল তা প্রশ্নাধীন। তবে, ওদের প্রতিনিধিত্বে এবার আমরা দিচ্ছি, হিংসার অ্যাপল-ট্রি, দানবীয় কাম সুরা, আর ঝকঝকে লাল মোড়কে মোড়া অবক্ষয়।

চিন্তার কারণ নেই, আস্তাবলে নয়, এবার তুমি ম্যাটারনিটি হোমেই জন্মাবে।
কিন্তু জন্মটা যে পবিত্র জঠরেই হবে, তার নিশ্চয়তা নেই।
এব্যাপারটা একটু মানিয়ে নেবে আশা করছি।

তোমার বার্থডে নোটিস পড়ে গেছে। নাম নথিভুক্ত করতে বলা হচ্ছে।
জন্মানোর ছাড়পত্র পাওয়া যাবে অনলাইনে।
বিনীত -

সভ্য মনুষ্য সমাজ
মানব সম্পদ বিকাশ পরিষদ
পৃথিবী

খেলা

বেতার তরঙ্গের মতো ছড়িয়ে আছে অবক্ষয়।
মেনোপজের অকাল মুখ, জুবুথুবু ঘুমে নীল-

আইভরি টাওয়ারের নীচে শুয়ে আছে অজগর।
এখানে কৃষ্ণ জন্মাচ্ছে না বহুদিন।
কংসের সাথে অজগর,
অজগরের সাথে মেনোপজ,
মেনোপজের সাথে বিষ,
বিষের সাথে ঘুম-
দুষ্টু-দুষ্টু খেলছে
এক্কা – দোক্কা – পুট.....

অভিষেক রায় এর তিনটি কবিতা

মাতাল

ঘুমভাঙা চোখে চারিদিকে তাকিয়ে দেখি যে সবকিছু শেষ হয়ে যায়নি

যদিও সম্ভাবনা ছিল

হৃদয়জুড়ে আশা ছিল যে কাল সবকিছু শেষ করে দেওয়া যাবে
এমন পরিণতি কাল রাতের আঁঠালো প্রতিটি মুহূর্তে নিহিত ছিল

রসদ ছিল পর্যাপ্ত
হাতে ছিল অঢেল সময় অবলীলায় এ-সব কিছু শেষ করে দেওয়ার মত

কাল রাতের প্রতিটি মুহূর্ত তার বুকের অগণিত সুড়ঙ্গের দরজা খুলে
ডেকেছিল আঁধারের আড়াল থেকে

কাল রাতে হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে
অনেকক্ষণ পাশাপাশি আমি
আর মৃণালিনী ঘোষালের শব

নিশ্চুপ ভেসেছি মুহূর্তের ভিতরের অজানা অন্ধকারে

কাল রাতে সবকিছু শেষ হয়ে যেতে পারত
হয়নি কারণ কেউ ডেকেছিল
'অভিষেক,অভিষেক' বলে

অসমাপ্ত

তোমাকে শেষ বার যেখানে ছেড়েছিলাম সেখানেই থেকে গেছো

সময়কে আটকে নিয়েছ তোমার রাশভারী স্তনের মাঝখানে
সময়কে পিষ্ট করেছ সেই জয়স্তম্ভ দুটির বিপুল চাপে
যারা আমার-ই হাতে সৃষ্ট

আমার-ই পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে মরবে বলে
আমাকে পায়ের কাছে লুটোপুটি খাওয়াবে বলে

একটা চোখ আঁকা হয়েছিল
আরেকটি অর্ধোন্মিলীত ছিল তুলির টানে
ভালবাসা ফুটেছিল মিলনের আসক্তির টানে

ঠিক তেমন-ই রয়ে গেছে

যেখানটা ছুঁইনি সেখানটা এখনও জড় পদার্থ
যা যা বলিনি সব-ই না শোনা

বানাতে বানাতে কাজ ফেলে উঠে গিয়েছিলাম
ফিরে এসে দেখি
সময়কে পিষে মারছ তুমি তোমার বুকের ভারে

উইক পয়েন্ট

বাস্তবটা সবসময় স্বপ্নের থেকে ভালো

শেষ কবে সোয়াস্তির ঘুম ঘুমিয়েছিলাম মনে নেই

ঘুমের সময় আমি বর্মহীন
কোনও আদিবাসীর মত-ই সহজ সরল
জানিনা দ্বন্দময় সংসারের অন্তরদ্বন্দের নির্যাস
ঘুমের মধ্যে আমায় অবলা পেয়ে ধর্ষক সমাজ
পাশবিক উল্লাসে আমায় চেপে ধরে

আদিম সরলতার সুযোগ নিয়ে আমার অন্তর্লোকে ডুব দেয়
নরখাদক পুলিশ অফিসারের মত
যেন তার লাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দেখে
হৃৎপিণ্ডের খুবলে ফেলা অংশগুলোকে

স্বপ্নের মধ্যে আমি প্রতিরক্ষাহীন
রাতের হায়নাদের সহজ শিকার বনে যাই

প্রশ্রয়ী বিছানা জানে আমার প্রতিটি ছটফট

আর সকাল ছটার ঘর্মাক্ত কলেবর
আমায় আস্থা যোগায়
যেন অনুগত রানীদের মত এসে
এক-এক করে আমায় বর্ম পরায়, হাতে ঢাল-তলোয়ার তুলে দেয়

ভাস্বতী গোস্বামী-র দুটি কবিতা

সানরাইজ

একটা গুমশুমে হাওয়া ভয় দেখাচ্ছে
তবু নেগেটিভ হব না বলে
ক্রমাগত ভেবে যাচ্ছি ওটা একটা এতাল–বেতাল মন

নীল আলোর ওপর
চট্ চট্ এসে পড়ছে শ্যামাপোকা
ডিলিট বাটন দাবিয়ে ওদের ডাস্টবিনে ভরে দিতে হবে

ইক্যুয়েশানটা ঘেঁটে গেল কী একটা কার্যকারণের দুরূহ দ্বন্দ্বে

তারপর থেকে পাজলটা কিছুতেই আর ফিট্ হচ্ছে না
কী একটা সমাধান সূত্র খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বলে

আমিও তো একটা সকাল দেখব বলে
রাত থেকে দাঁড়িয়ে আছি শীতের টাইগার হিলে
একটা আস্ত নিউট্রাল দিন আসতে ঠিক কতটা সময় লাগে ?

মোম

মোম জ্বাললেই অন্ধকার রিট্রিট
আর মুখে মুখে স্বর্গীয় ভুল
ভুলিয়ে দেয় অসম লড়াই
ডাঙা ভাঙে ঘাস মাটি
টুপী ও পাখি
হাইওয়ের ধারে নীরবতা.....এক মিনিট

মিল্কিওয়ে পাশাপাশি হাঁটে ঈশ্বর পোকা
মোমআলো প্লাজমার জল
মনন রমণ রূপায়ণ

ছায়া ও তার পথ
ধূলো ওড়ে খুঁটে ফেলা হলুদ পালকে

প্রশান্ত বারিক-এর দুটি কবিতা

পিঁজরা

কখন যে পিঁজরার ভেতর ঢুকে বসে আছি, বুঝতেই পারিনি !
আমি কি মারিজুয়ানা-আফিং-ভাঙ-গাঁজার নেশায় ছিলাম ?
নিজের গালেই কষাতে ইচ্ছে করছে জব্বর থাপ্পড় !

এখন, হুঁস এলে দেখি, বাইরে ধূর্ত শেয়াল আর চালিয়াৎ কুমীর
খ্যা খ্যা করে হাসছে হলুদ দাঁত বের করে

লাল-হলুদ শাড়ি দুজন পরী নেমে এলো সবুজ মাঠের উপর
সঙ্গে তাদের কলকলে দেবশিশুর দল !
পিঁজরার ভেতর থেকে গলাফেঁড়ে আমি চেঁচাই - 'নাঃ তোমরা এদিকে এসোনা' --

অন্ধকার পিঁজরার থেকে আমার গলাফাটা আওয়াজ
চাদ্দিকে ছড়িয়ে পড়ে খ্যাপা বনমানুষের চিৎকারের মতো,
পরী দুইজন - বনমানুষের মুখে মানুষের ভাষা শুনে হাততালি দিল--
দুচারটে বাদাম ছুঁড়ে দিল পিঁজরার ভেতর ---

অসহায় আমি ড্যাবাচোখে দেখি, ধূর্ত শেয়াল আর চালিয়াত কুমীরের মুখে
উঠে এসেছে পার্লারসভ্যতার মুখোশ---
চোখে গোল্ডেনফ্রেম চশমা, গলায় সোনার চেন, হাতে মোবাইল --

তারা দেবশিশুদের মুখে আফিংচকো ঠুসে দিয়ে
দুই পরীর চিকন কাঁধে থাবা রেখে, চিউইংগাম চাবাতে চাবাতে
গাছ গাছালির আড়াল দিয়ে চলে গেল দূরে --

আমি জানি, কাল ভোরের কাগজে বড় বড় করে লেখা থাকবে-
দুজন ডানাকাটা পরীর ছিঁড়ে খাওয়া লাশ, পাওয়া গেছে শেরশাহী কিলা প্রান্তরে --

সাইরেন

কবির বাড়ি থেকে শুঁড়িখানা মাইলটাক্ পথ,
সাদা কাগজে অজগর নামিয়েছেন অগ্রজ কবি
বহু ঘটন অঘটনের সাক্ষী শুঁড়িখানার পোক্ত টেবিলে
চিরফাঁড় করে খোঁজা হবে রহস্যখনিজ--
কিশোরীর পায়ের নূপুর, এয়োতির নাকছাবি, শাঁখা চুড়ি, যুবতীর চোখের কাজল--

ছাল ছাড়ানো পাঁঠার অণ্ডকোষে বসে থাকা মাছির চোখে তন্দ্রা --
চপারে কুটে কুটে কিমা বানায় হাসমত আলি
তার লাল দুই চোখে পহেলগাঁওয়ের ভোর

আপেলের ঝুড়ি মাথায় গুলাবসুন্দরী --

প্ল্যানচেটে প্রেত নামানোর বিদ্যা শিখে গ্যাছে যারা
তাদের চাহিদা বেড়ে গ্যাছে হঠাৎ
অথচ মিডিয়ামের বড়ই আকাল--

ফিল্মসিটির দাদাদের পায়ে লাট খেতে থাকা জেসিকা চোস্কি,
মাত্র ছয় হাজার টাকায় নায়িকার ন্যুড পোজ দিয়ে
স্যাঁতস্যাঁতে অন্ধকার থেকে, হঠাৎ মিডিয়ার ঝাঁ চকচকে আলোয়--

কবিতার মাঝে, মোবাইলে সিরিয়াল বোমব্লাস্টের এস এম এস আসে
এবং রেড এলার্ট !
সাইরেন বাজিয়ে পুলিশের উন্মাদ জীপ মাথা খুঁড়ে মরে রাজধানীর অলিতে গলিতে --

অগ্রজ কবি কবিতা না পড়েই ফিরে যান ঘরে --
কবিতার উষ্ণ বাগান থেকে চল্লিশের এপার ওপার আমরা তিন এঁড়েল
পরস্পরের মুখের শরাবের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে নেমে আসি আধিভৌতিক পথে --

হননপর্ব
প্রশান্ত বারিক

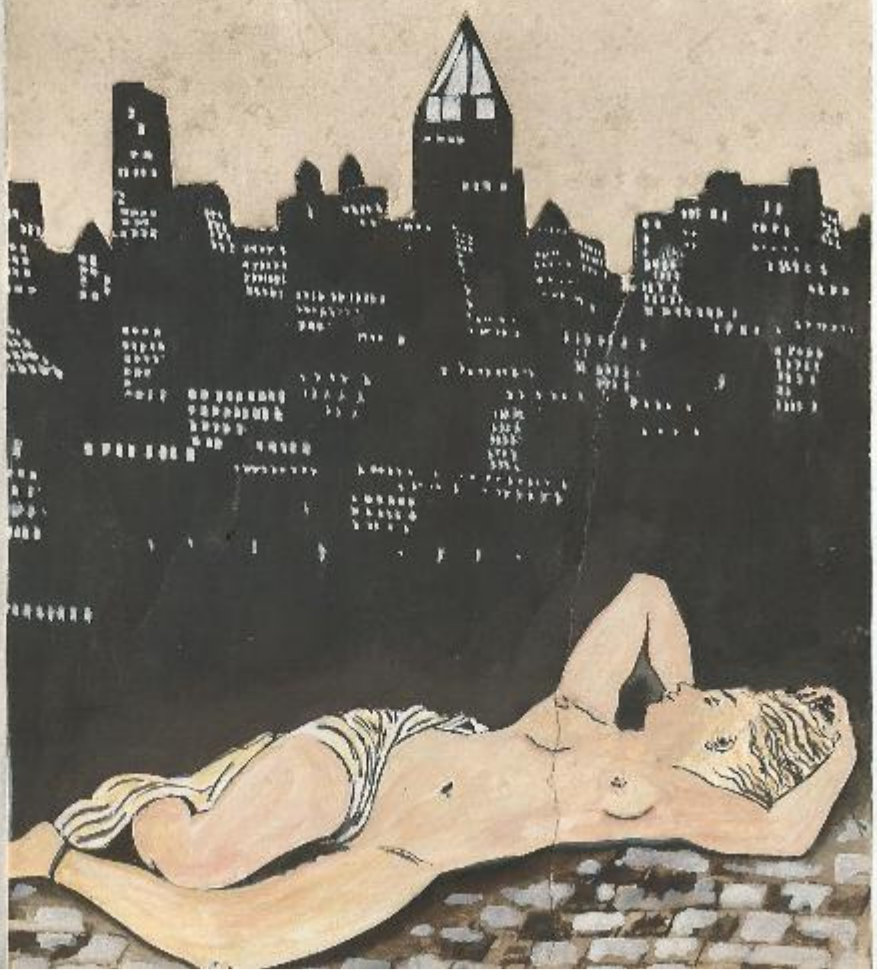

কবিতা

কুশল দত্ত
(মূল অসমীয়া থেকে বাংলা অনুবাদ : বাসুদেব দাস)

১
কেবল ধোঁয়া আর ছাইগুলো উড়তে থাকলো বাতাসে
বারবার নাকে এসে লাগলো শব দাহের গন্ধ
ধোঁয়া, ছাই এবং শব দাহের গন্ধের এই পরিসীমায় স্থিতি নিয়ন্ত্রণাধীন ?

২
ধোঁয়া, ছাই এবং শব দাহের গন্ধের কাল্পনিক রেখার এই বিমূর্ত বৃত্তের পরিসীমা থেকে দূরে সরে গিয়ে
আমি আবার একবার ফিরে দেখছি আমার দু পায়ের দিকে এবং আবার একবার জমি আঁকড়ে ধরছি

পাটীগণিত ছেড়ে জ্যামিতি শুরু করার পর থেকে আমি আঁকতে শিখেছি
ভিন্ন দৈর্ঘ-মাত্রার রেখায় বিভিন্ন ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, বৃত্ত অথবা ভিন্ন আকৃতির আয়তক্ষেত্র

এই সমস্ত জ্যামিতিক কৌশল আমি বড় সফলতার সঙ্গে প্রয়োগ করেছি আমার স্কুলের
পরীক্ষার খাতায় অথবা ফুলের বাগান অথবা নতুন করে সাজানো আমার আধুনিক রীতির ঘরটিতে
অথচ আজ পর্যন্ত আমি ধোঁয়া, ছাই এবং শবের কোণগুলি দিয়ে আঁকতে পারিনি
একটিও ত্রিভুজ অথবা অন্য জ্যামিতিক নক্সা
ধোঁয়া, ছাই এবং শবদাহের গন্ধের এই পরিসীমায় স্থিতি নিয়ন্ত্রণাধীন ?

(১৯৭৫ সনে কবি কুশল দত্তের ধেমাজি জেলার ঢকুয়াখনায় জন্ম। দর্শনে স্নাতকোত্তর এবং সাংবাদিক। প্রকাশিত কবিতা গ্রন্থ দুটি "সোনালী ঈগল" এবং "টোকোরা চরাইর বাহ"। "ইলেকট্রনিক চরাই" নামে কবিতার পাণ্ডুলিপির জন্য ২০০৩ সনে মুনীন কটকী পুরস্কার লাভ করেন।)

লেম্প

দেবপ্রসাদ তালুকদার

(মূল অসমীয়া থেকে বাংলা অনুবাদ : বাসুদেব দাস)

ভেতরটা ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়ে আসছে
লেম্পটা জ্বালিয়ে নিলাম
সকালবেলাতেই চিমনিটা মুছে
চকচকে করে রেখেছি
মায়ের কথাটা মনে রেখে
স্বচ্ছ আয়নায় বেরিয়ে আসুক
জ্বলে উঠা শিখার আলো
আলোকিত করে তুলুক পুরো ভেতরটা
তার আলোতে হয়তো খুঁজব
প্রত্যেকেই প্রত্যেককে
বইয়ের পাতায় খুঁজব অনেককে
লেম্পের তেল-শলতে ঠিক ঠাক থাকলে
নিরাশ করবে না আমাদের
প্রয়োজনে লেম্পটা বাড়ানো কমানোর সময়
মনে রাখতে হবে
যেন শলতের আলোতে
কালো করে না ফেলে তার আয়না।

(অসমের বিশ্বনাথ চারালিতে ১৯৬০ সনে কবি দেবপ্রসাদ তালুকদারের জন্ম হয়। কবিতা গ্রন্থ " কারোতো অহার কথা নাই এই বাটে", 'নসরিবলগা পাটখিলা', 'অকলশরে', 'তোমার দরে' ইত্যাদি। দেবপ্রসাদের কবিতা ভারতের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে।)

ঠাকুরদা

প্রণয় ফুকন
(মূল অসমীয়া থেকে বাংলা অনুবাদ : বাসুদেব দাস)

সূর্য না উঠতেই
'উঠরে রামগোপাল...'
বুকের মধ্যে জেগে রইলো

সেই সমস্ত সুর অনন্তকাল।

বৈঠকখানা ঘরের বারান্দায়
তুমি, আমি, কুঁহিপাঠ, পাখির কলম
এক দুই, নামতা, যুক্তাক্ষর ইত্যাদি।

ভরদুপুরবেলা দিখৌতে
উদ্দেশ্যবিহীন নৌকাবিহার।
নদীর ওপারে জঙ্গলে
অবান্তর লুকোচুরি খেলা।
জীবন রহস্যময় শিখিয়েছিলে তুমি।
সন্ধ্যের আকাশে
পরিচয় করে দিয়েছিলে
কত ধ্রুবতারা কত সপ্তর্ষিমণ্ডল...

বিকেলে ঠাকুরঘরে
এক শান্ত সৌম্য প্রসন্নতা।
প্রদীপের আলোতে কীর্তন-দশম।
বুকের মধ্যে এখন
সেইসব শব্দের আকাশ।
উনুনের পাশে

তোমার এণ্ডি চাদরের পরিচিত গন্ধ।
কয়লা ভরার সুযোগে
তোমার হুঁকোতে আমার এক টান
(তুমি তো আমার কোনো দোষই দেখতে পাও না)

বড়নামঘরের বুড়ো গোঁসাইকে
অনেকদিন দেখিয়েছ,
দেখলাম না কোনোদিন।
কিন্তু বিশাল বটগাছের নিচে
এখনও যেন তুমি বসে রয়েছ
মাথায় পাগড়ি, নিরুদ্বেগ, উদাস
আধা গৃহস্থ আধা সন্যাসী।
তুমি আমার ঠাকুরদা।

সময়ের দীর্ঘ পরিক্রমায়
দাদু এবং নাতি
কেবল এক স্মৃতি মাত্র !!

অদাহ্য

প্রণয় ফুকন
(মূল অসমীয়া থেকে বাংলা অনুবাদ : বাসুদেব দাস)

আমার একজন বন্ধুর মৃত্যু হলো সেদিন
অগ্রাহ্য করেছিল যে
তোমার আমার জীবনের চর্যা।

শবদেহ সৎকারের হেতু
শ্মশানে গিয়েছিলাম আমি
গ্যাস চালিত চিতা,

নিমেষের মধ্যে ভস্ম হয়েছিল
বন্ধুর সুদেহী শরীর...
ছাই হয়ে মিশেছিল পরিচিত বাতাসে।

আমি ঘরে ফেরা
পর্যন্ত কেবল
দগ্ধ হয়নি নাভি।
বোধহয় সেখানে পুঞ্জিভূত হয়ে
ছিল বন্ধুর প্রচণ্ড অভিমান।

অভিমানগুলো ভীষণ আশ্চর্য
আততায়ী, অবিনাশী, অদাহ্য।

(১৯৬২ সনে শিবসাগর জেলার দিখৌমুখে কবি প্রণয় ফুকনের জন্ম হয়। পেশায় চিকিৎসক, অসম মেডিকেল কলেজের স্ত্রীরোগ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মোরে শপত টেলিফোন নকরিবা'. প্রকাশিত কবিতার বই মোট পাঁচটি। সাহিত্য অকাদেমির দ্বারা আমন্ত্রিত হয়ে দেশের বিভিন্ন জায়গায় কবিতা পাঠ করেছেন।)

আত্মনিগ্রহ

বিপুলজ্যোতি শইকীয়া

(মূল অসমীয়া থেকে বাংলা অনুবাদ : বাসুদেব দাস)

তুমি নিজেই নিজের জীবনটা ধ্বংস করছ
মানুষের করুণা আর মমতাও এখন তোমার মুখের দিকে তাকাতে
ঘৃণা করে, ধৈর্য আর সহনশীলতা তোমাকে দেখলে
মুখ ফিরিয়ে নেয়
জীবনটা দুঃসহ বলে জেনেও তুমি ছোটখাট যোগ-বিয়োগ গুলি
ভুল করছ (শৈশবের পাটিগণিত এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলে ?)
সময় শিকড়হীন জেনেও তুমি অস্বীকার করছ ভবিষ্যৎ
সমস্ত কিছু জেনেও তুমি কিছুই না জানার মতো
নীরব হয়ে আছ, বুকে সর্বনাশের আগুন নিয়ে বসে আছ
তুমি কেবল অপেক্ষা করতে শিখেছ, যুদ্ধ করতে শেখ নি
তুমি কেবল ফল ছিঁড়তে শিখেছ, গাছ বুনতে শেখ নি
তোমার চারপাশের বিচিত্র পৃথিবীটার দিকে তাকাও
তোমার চারপাশের আকৃতিহীন নর-নারীর দিকে তাকাও
মানুষের প্রেম আর পাপের অনুভূতিগুলোর দিকে তাকাও
সবার মধ্যে এক আশ্চর্য যোগসূত্র রয়েছে
সবার মধ্যে এক ভয়ঙ্কর বোঝাপড়া আছে
কেবল তুমি
কেবল তুমি সবার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছ

(১৯৬৫ সনে শোণিতপুর জেলার চতিয়ার পাঠেককুড়ি গ্রামে বিপুলজ্যোতি শইকীয়ার জন্ম। পদার্থ বিজ্ঞানের ডক্টরেট এবং সেন্টার অফ প্লাজমা ফিজিক্সের বিজ্ঞানী। প্রকাশিত কাব্যপুঁথি 'মহাকাব্যর প্রথম পাত' এবং 'পাহরণির নৈ', ইংরেজি, বাংলা, হিন্দি এবং কন্নড় ভাষায় কবির কবিতা অনূদিত হয়েছে।)

মাটি এবং আকাশ

এম কামালুদ্দিন আহমেদ
(মূল অসমীয়া থেকে বাংলা অনুবাদ : বাসুদেব দাস)

আকাশের দিকে যেদিন তাকিয়েছিলাম
আমার পায়ের নিচে মাটি ছিল না
সেই আকাশ ছিল না আকাশের মতো
তারাগুলোর পরনে ছিল না কোনো রহস্যময় সাজ
ছায়াপথ গুলো অঙ্গুলি নির্দেশ করে নি
অসীমের রাজ্যে।

এভাবে যে কতযুগ পার হয়ে গিয়েছিল
কত স্থলপদ্ম
আকাশের বুকে উড়ে যেতে চেয়েছিল

তারার কত পাপড়ি
পৃথিবীর রুক্ষ বুকে খসে পড়েছিল
তার কোনো লেখা জোখা নেই।

আজ আমার পায়ের নিচে মাটি
প্রাত্যহিকতার সমস্ত ঐশ্বর্যে আমার কোনো গ্লানি নেই

সকালবেলা আকাশের দিকে চোখ মেলে তাকিয়েছি
আকাশটা নেই

আমার পায়ের পথানে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে সে
তারাগুলো ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে
ছায়াপথগুলো কাঁদার পথে উধাও

টীকা: পথান -- শয্যার যেদিকটায় পা থাকে

(অসমের দরংঙ জেলার পাথরিঘাটের তুরাই গ্রামে ১৯৬৬ সনে জন্মগ্রহণ করেন। গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অসমীয়া বিভাগে অধ্যাপনারত। প্রকাশিত কাব্যপুঁথি 'অসমী', ধোয়ার মাজর চরাইটো' এবং 'বরষুণ - রোমান্টিক আরু এন্টি - রোমান্টিক'. কামালুদ্দিনের কবিতায় বলিষ্ঠ মনন এবং প্রবল অনুভূতির এক অভিনব সমন্বয় লক্ষ করা যায়। ইংরেজি, হিন্দি, বাংলা, উড়িয়া এবং নেপালী ভাষায় কবির কবিতা অনূদিত হয়েছে।)